C4T: political PROCESS in India

2nd Semester (H)

Kamal Sarkar

Unit-V. caste and politics

Question- জাতপাতের রাজনীতি বলতে কি বোঝ? ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা আলোচনা কর?

⇒ ভারতের সংবিধানের মূল লক্ষ্য হল- সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক ন্যায়ের অর্থ হল, মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী, প্রতিটি ভারতবাসীর রাজনৈতিক পরিচয় হবে সে ভারতের নাগরিক। অথচ দুঃখের কথা, আমাদের সমাজ জাতপাতের প্রশ্নে বিভক্ত ও জর্জরিত। জাতীয় সংস্কৃতি সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। এই জাতপাতের প্রশ্ন ভারতীয় জন রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। মিরডাল (Myrdal) তাঁর "Asian Drama" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- সামাজিক শক্তি হিসেবে জাত ব্যবস্থার প্রভাব কমে গেছে। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জাতি ব্যবস্থা আজ অনেক বেশী শক্তিশালী।

" শ্রীনিবাস (M.N. Srinivas) তাঁর caste in modern India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যাপক হারে এসে যাওয়ায় জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতা ও তাৎপর্য বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতি গণভিত্তিক। তাই-নির্বাচনী সাফল্য এখানে অনেকাংশে জাতপাত কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ভারতের রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য জাতিগত বিচার-বিবেচনার ব্যবস্থাকে অনৈতিক বলে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। প্রকাশ্যে তারা জাতিভিত্তিক রাজনীতিকে সমর্থন করেন না, এ কথা ঠিক। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটদাতাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য তারা জাতিগত বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে ভোটের জন্য আবেদন-নিবেদন করেন; এ-কথাও ঠিক। রাজনীতি জাতিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির নিজস্ব লবি (Lobby) গড়ে উঠেছে এবং এরই অপরিহার্য ফল হিসাবে বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিগত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে।

Scanned with CamScanner

রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা —

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে ভারতে নতুন করে জাতপাত-ব্যবস্থার শক্তিশালী হয়েছে, ভারতের রাজনীতিতে জাতপাত ও বর্ণব্যবস্থার গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। অধ্যাপক রজনী কোঠারি বলেন, বলা যায় — রাজনৈতিক ও জাতিগত বিষয় পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে :

(ক) ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা আধিক : (Follow meterial)

Reference + suggested Readings :

1. "Introduction" in caste in Indian Politics
Rajani Kothari

2. The struggle for Equality : caste in Indian politics.
M. weimer / Atul Kohli (ed.) The success of India's democracy.

3. ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি
অনাদি কুমার মহাপাত্র

4. ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ভূমিকা
অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী

5. ভারতীয় রাজনীতি সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি
গৌতম মুখোপাধ্যায়

6. ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সহায়িকা
P.K. mandal

7. ভারতীয় রাজনীতির বহুমুখ চিত্রাবলি
সম্পা:- শিবানী প্রতিম বসু

বস্তুত অবচেতনভাবে ভারতের রাজনীতি বহুলাংশে জাতিগত রূপ ধারণ করেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

(১) গ্রামীণ রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব অধিক।। জাতিব্যবস্থা হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই সাবেকী জাতিব্যবস্থার দাপট দেখা যায়। যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যত প্রবল সেখানে জাতিব্যবস্থা তত শক্তিশালী। ভারতে এখনও সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ ঘটে নি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অল্পবিস্তর বর্তমান। তাই গ্রামাঞ্চলেই এর প্রভাব বেশী। দেশাই (A. R. Desai) তাঁর *Rural Sociology in India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের রাজনীতিক জীবনেই জাতপাতের প্রভাব অধিক। গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের বিবেচনার দ্বারা নির্বাচনী প্রচার ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনীতিক নেতৃত্বও এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত নয়। বস্তুত গ্রামীণ ও আঞ্চলিক রাজনীতিকে জাত-পাতের মানদণ্ডে চিন্তাভাবনা করা হয়ে থাকে। পামার (N. D. Palmer) তাঁর *The Indian Political System* গ্রন্থে বলেছেন : "At any level, but especially at the rural and local levels, those most directly affecting the vast majority of the people of India, caste is obviously a most important factor in Indian politics, and will probably remain so for the indefinite future." শহরাঞ্চলের তুলনায় ভারতের গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষা, দারিদ্র্য কুসংস্কার অধিক। তা ছাড়া সামাজিক কাঠামোর সাবেকীয়ানা গ্রামীণ জীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত বিষয় জাতিব্যবস্থাকে গ্রামাঞ্চলে স্থিতিশীল করেছে। আবার গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গেও রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ভারতের অধিকাংশ নির্বাচন কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত। এর ফলে গ্রামাঞ্চলেই রাজনীতিক গুরুত্ব বেড়েছে। এই সূত্রে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে জাতিব্যবস্থার প্রভাব বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে নতুন রাজনীতিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে। এঁরা হলেন মূলতঃ অব্রাহ্মণ এবং মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁরা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

(২) কৃষিজীবী জাতের রাজনীতিক প্রভাব বৃদ্ধি।। বিগত কয়েক দশকে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং জাত-পাতের আকৃতি-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। জমিজমার মালিকানা ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জাতির হাত থেকে ক্রমশঃ কৃষিজীবীদের কাছে যাচ্ছে। আঁদ্রে বেতে (Andre Beteille)-এর মতানুসারে, আঞ্চলিক ক্ষমতার মূল উৎস হল জমির মালিকানা। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিজীবী জাতির রাজনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে। এইভাবে মহারাষ্ট্রে মারাঠা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে ও হরিয়ানায় জাঠ এবং অন্ধ্রে রেড্ডি ও কামাদের প্রভাব বেড়েছে।

(৩) জাতিভিত্তিক সংগঠনের সৃষ্টি।। ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজনীতিক সংগঠনের সার্বজনীন চেহারা-চরিত্রে, পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের বিস্তার, আর্থনীতিক ও ভৌগোলিক সচলতা প্রভৃতি জাতি-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করেছে। যোগেন্দ্র সিং (Yogendra Singh) এর মতানুসারে এই পরিবর্তনের ফলে জাতিভিত্তিক সংগঠনের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং জাতপাতের ভূমিকা পৃথক গুরুত্ব লাভ করেছে। এবং তার ফল হিসাবে জাতিব্যবস্থার মধ্যেই শ্রেণীবিন্যাসের মত এক ধরনের কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের জাতিগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতির গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর নেতারা জাতিভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলেন। আবার নিজেদের সমর্থনের ভিত্তি বা পরিধিকে অধিকতর প্রসারিত করার উদ্দেশে কতকগুলি জাতিভিত্তিক সংগঠন মিলে সৃষ্টি করে একটি জাতি-সমবায়। এই সমস্ত জাতি-সমবায় সংগঠনের ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের স্বার্থে যথাসম্ভব উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারের কাছে বিজ্ঞাপিত করে। সংগঠিত জাতিসমূহের ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে সমবায় বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট জাতির দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান, ঋণদান, চিকিৎসার ব্যবস্থা, সেই জাতির মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জাতিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায়সমূহ জাতিগত সংহতির ভিত্তিতে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য হল রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জন ও আর্থনীতিক স্বার্থ সাধন। এ প্রসঙ্গে এস. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন: "...under the impact of modern politics, associations of caste have become the hall-mark of political mobilisation. They have emerged with the object of pursuing political power, social status and economic interest." জাতি-সমবায়ের উদাহরণ হিসাবে দেবীলালের 'অজগর' ও সোলাঙ্কির 'খাম' এই দুটি সংগঠনের কথা বলা যায়। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল জাঠ, রাজপুত, আহির ও গুজ্জরদের নিয়ে এই 'অজগর' নামক জাতি-সমবায়টি গড়ে তোলেন। রাজনীতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'অজগর'কে কাজে লাগানোই ছিল দেবীলালের উদ্দেশ্য। ক্ষত্রিয়, মুসলমান, আদিবাসী ও হরিজনদের নিয়ে সোলাঙ্কি 'খাম' (Kham) নামক জাতি-সমবায়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ক্ষেত্রেও রাজনীতিক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত। সত্তরের

Scanned with CamScanner

দশকে এবং আশির দশকের গোড়ার দিকে গুজরাটে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তার জন্য জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির দায়িত্ব কম নয়। মনে রাখা দরকার যে, জাতি-ভিত্তিক একটি আন্দোলন যত সহজে সংগঠিত করা যায়, একটি জাতি-সমবায়ের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা তত সহজে সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন জাতি-সমবায়ের মধ্যে বিভেদমূলক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়।

(৪) জাতিব্যবস্থাকে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার ∫∫ রাজনীতিক নেতারাই জাতপাত-ভিত্তিক চেতনাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। রজনী কোঠারী বলেছেন: "Politicians mobilise caste groupings and identites in order to organise their power." জাতপাতের মদতপুষ্ট নেতারাই রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। জাতিব্যবস্থাকে রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাবু জগজীবন রাম তফসিলী জাতিগুলির নেতা। দেশের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। এই সুবাদে তিনি দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। এইভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিভিত্তিক প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে সকল রাজনীতিক দলই জাতিগত আবেদন-নিবেদনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। জাতিগত অনুভূতির কাছে আবেদনের অপরিহার্য ও অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে অনস্বীকার্য। স্বভাবতই ভারতের রাজনীতিক দল ও নেতারা এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে রাজনীতিক সমর্থন সংগ্রহের স্বার্থেও জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন। রাজনীতিক ক্ষমতা দখল ও রক্ষা করার জন্য অধিকাংশ রাজনীতিক দল ও দলের নেতারা ভোটদাতাদের জাতিগত সমর্থনকে সুসংগঠিত করার উপর বিশেষ জোর দেন। জাতিগত সমর্থন আদায়ের উদ্দেশে ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। মন্ত্রিসভা গঠন এবং বিভিন্ন রাজনীতিক ও প্রশাসনিক নিয়োগের ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়। জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ গ্রহণের অভিযোগ থেকে এ দেশের কোন রাজনীতিক দলই মুক্ত নয়। ডি. এম. কে., তেলেগু দেশম, লোকদল প্রভৃতি রাজনীতিক দলের বিস্তৃত জাতিগত ভিত্তি বর্তমান। আবার অভিন্ন রাজনীতিক দলের ছত্রছায়ায় পরস্পর-বিরোধী জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে এবং উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে জনতা সরকার ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বহুবিধ সংরক্ষণমূলক সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মণ্ডল কমিশন প্রতিষ্ঠার পিছনে জনতা সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বে-সরকারী সংস্থায়ও অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের জন্য চাকরি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। রামবিলাস পাশোয়ান সংরক্ষণসূচক সাংবিধানিক অধিকারকে জোরদার করার জন্য তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহ এবং সংখ্যালঘুদের পক্ষে একটি সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এস. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন: " This is true even in the case of Communists and the Janata Dal whose leaders profess to scorn all considerations of caste and class."

(৫) জাতিভিত্তিক রাজনীতিক দল ∫∫ অনেক ক্ষেত্রে জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতিক দল ও রাজনীতিক সমর্থন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে.; মহারাষ্ট্রের পেজেন্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতির কথা বলা যায়।

(৬) জাতিগত বিচারে প্রার্থী মনোনয়ন ∫∫ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন দল জাতপাতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং জনসাধারণের কাছে ভোটের জন্য আবেদন করে। শ্রীনিবাস বলেছেন: " Nowadays, all political parties try to put up candidates belonging to the locally preponderant castes," অনেক সময় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি জাতের লড়াই-এ পরিণত হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতি প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন কেরলের নায়ার ও ইজহেভাস; তামিলনাড়ুতে নাদার, রেড্ডিয়ার, চেট্টিয়ার, থেবর, কাল্লা, ভেল্লা; কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত ও ওক্কালিঙ্গা; গুজরাটে পাতিদার ও আন্নাভাল; উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জাঠ, রাজপুত, ভূমিহার, কুরমি, যাদব প্রভৃতি।

(৭) নিচু জাতের রাজনীতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ∫∫ ভারতের সমাজব্যবস্থা ক্রমস্তরবিন্যস্ত। এখানে কিছু জাতির মানুষ আর্থ-সামাজিক বিচারে নিম্ন বা নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। অন্তত কিছু দিন আগেও অবস্থা ছিল এই রকম। এই সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে জাতি-সমবায় গড়ে তুলেছে এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরে। দেশের সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থায় তারা বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্ত এতদিন ধরে অবহেলিত জাতিগোষ্ঠী অধুনা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে এবং মর্যাদা লাভ করেছে। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে নিচু জাতের সচেতনতা ও কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়ছে। তারা নিজেদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হচ্ছে। তার ফলে, রাজনীতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন হচ্ছে এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভারতে দুর্বল শ্রেণী, তফসিলী

Scanned with CamScanner

জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। যেমন, আইন সভায় আসন ও সরকারী চাকরি সংরক্ষণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুবিধা প্রভৃতি। এই সব সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি করা হয় এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্দোলন ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

(৮) **বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক দলের প্রতি জাতিগত আনুগত্য** // বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক দলের প্রতি কোন কোন জাতির নির্দিষ্ট আনুগত্য দেখা যায়। তামিলনাড়ুর রামনাদ জেলার থেবর জাতির মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের বিশেষ প্রাধান্য বর্তমান। তাই ফরওয়ার্ড ব্লককে অনেকে 'থেবর পার্টি' বলে থাকেন। অন্ধ্রপ্রদেশে রেড্ডিরা কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত। আবার ঐ রাজ্যে কামারদের উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব অধিক। কেরলে 'ন্যাশানাল ডেমোক্র্যাটিক দল' নায়ারদের এবং 'সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক দল' ইজহেভাসদের দল হিসাবে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে সিরসিকার (V. M. Sirsikar) তাঁর *Caste and Politics* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন: "Caste is the traditional integrative agency. It has now aligned itself with the modern integrative agency —the political party. In this process, caste achieves new strength. This is owing to the fact that traditional loyalties can be exploited to achieve goals of political power."

(৯) **স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে জাতিভিত্তিক সংস্থার ভূমিকা** // শ্রীরজনী কোঠারীর মতানুসারে পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্বার্থ-গোষ্ঠীসমূহ যে ভূমিকা পালন করে, ভারতে জাতপাত-ভিত্তিক সংগঠন ও ফেডারেশনকে সেই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কয়েকটি জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগঠনকে জাতিভিত্তিক ফেডারেশন বলে। বিভিন্ন জাতি রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশে জাতিভিত্তিক সংস্থা গড়ে তোলে। জাতিকেন্দ্রিক ফেডারেশন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। জাতি-ভিত্তিক সংগঠন বা ফেডারেশনের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট জাতি বা জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান ও স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলিতে 'নাদার সঙ্গম' নাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার কেরলের 'নায়ার সার্ভিস সোসাইটি'-কে সরকার ভাঙ্গা-গড়ার রাজনীতিতে সক্রিয় দেখা যায়।

ভিন্ন মতামত // অনেকের মতে জাতি-ব্যবস্থা রাজনীতিক শক্তির কোন পৃথক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে না। বরং রাজনীতিই জাতিব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রজনী কোঠারী (Rajani Kothari) তাঁর *Politics in India* গ্রন্থে বলেছেন: "It is not politics that gets caste-ridden; it is caste that gets politicized" রাজনীতি জাতিব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না; রাজনীতি জাতিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কোঠারীর আরও অভিমত হল যে, তার নিজের প্রয়োজনেই কোন জাতি রাজনীতিক দরকষাকষির সামিল হয়। এককভাবে জাতিগত ভিত্তিতে কোন রাজনীতিক দল গড়ে তোলা যায় না। মরিস জোন্স (Morris Jones)-এর মতানুসারে নতুন কোন রাজনীতিক দলের ভিত্তি হিসাবে জাতিব্যবস্থার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু এই মত বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে নিজেদের স্বার্থেই রাজনীতিক দলগুলি জাতিগত বিষয়কে ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন জাতির ভোটদাতাদের সংখ্যাগত শক্তি, জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রভৃতি বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিগত বিষয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং রাজনীতি জাতপাতের কাঠামোকে মদত দেয়। এমনকি রাজনীতিক নেতারাও নির্বাচনী সাফল্যের স্বার্থে জাতিগত সংযোগ সম্পর্ককে ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সিরসিকার (V. M. Sirsikar) তাঁর *Caste and Politics* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন: "The leader, to be effective and successful, must psychologically belong to the group he attempts to lead. A sharing of the attitudes, beliefs and values of the group makes the leader acceptable."

Scanned with CamScanner